

ডঃ হুমায়ুন আজাদ: উদ্ধৃত মেরুদণ্ডের ওপর মাথা উঁচিয়ে দাড়িয়ে থাকা এক বিপ্লবী প্রতিভা

শাহাদাত হোসেন
দুবাই

ডঃ হুমায়ুন আজাদ নামটি উচ্চারিত হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে এক স্পষ্ট উজ্জ্বল ভাব প্রতিমা যা-থেকে সমকালীন বিশ্বের এক জীবন্তকিংবদন্তির জ্ঞান ন্যায় ও সত্যবাদীতার আলোক বিভা অবিরাম বিচ্ছুরিত হয়ে মনন ও স্বপ্নশীল তরুণ তরুণীদের সংবেদনশীলতাকে আলোকিত ও শানিত করে চলছে। আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পলিমাটির ছোট বদ্বীপে যিনি এখন অনন্য, অদ্বিতীয়। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য, সময় এবং সমকালীন সমাজকে গভীরভাবে পাঠ ও প্রকাশ করার দক্ষতা, সত্যকে অকপট প্রকাশের সাহসিকতা, সর্বোপরি তাঁর স্বভাবসুলভ তীব্র ও শানিত আঘাতে দীর্ঘকালীন পূজিত অসংখ্য প্রথা ও বিশ্বাসের মেরুদণ্ডে ফাটল ধরিয়া দেয়ার বিষয়গুলো তাঁকে সফলতার প্রায় শীর্ষশীখরে পৌঁছে দিয়েছেন। বিক্রমপুরের রাড়িখালে ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম নেন এই ক্ষণজন্মা প্রতিভা। তিনি একজন প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি ও অধ্যাপক; তিনি লিখেছেন প্রচুর গ্রন্থ্যার অধিকাংশই মৌলিক রচনা; তিনি উৎপত্তি আর বিন্যাস ঘটিয়েছেন বিপুল সংখ্যক বাঙলা শব্দের। তাঁর জীবন যাপন চিন্তা সংবেদন মতপ্রকাশ উদ্দেশ্য সবই দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। তিনি আমাদের অবিরাম দিক্ষীত করে চলছেন যুক্তি আর ন্যায়ের দিক্ষায়। সারাটি জীবন তিনি প্রচলিত জরাজীর্ণ সমাজিক স্রোতের বিপরীতে তরী ভাসিয়ে চলছেন অসংখ্য উত্তাল তরংগ বিপুল প্রতিবন্ধকতা আর ব্যাপক আবর্জনা স্তূপের ভীড় ঠেলে। সমালোচীত আক্রান্তহুছেন শাসক আর স্বার্থান্বেষী মহলের। তবুও সত্য ও নৈয়ায়িক জ্ঞানের দ্বীপ জালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস অধ্যবসায়ে।

আমাদের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ যেখানে তাঁদের অর্জিত বিদ্যা চলতি বাজারে বেচাকেনা করে কোনরকমভাবে বেচে আছেন শক্তিমানদের

কৃপায়, এবং অনেকেই নিজেদের পরিনত করেছেন রাজনীতিক দলের পেছনের সারির স্লোগানদাতায়, শক্তিমানদের স্তবকারীতে - সেখানে তিনিই তাঁর শীর আর মেরুদণ্ডটিকে সোজা রেখেছেন। তাঁর প্রধান শক্তি নিজের ক্ষতি সহ্য করা আর শক্তিমানদের আনুকূল্য বা দাক্ষিণ্যকে তুচ্ছজ্ঞান করার ক্ষমতা। রাশি রাশি ফুলমালায় কত অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিতরা নিজেদের গলদেশ ভরে নিচ্ছেন উপরের সাথে যোগাযোগটি ঠিক রেখে, কতো অশিক্ষিত অমার্জিতরা মন্ত্রনা দিচ্ছে রাস্টের বিভিন্ন বিভাগে, রাশি রাশি একুশে বাইশে তেইশে পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে সুবিধাবাদী লেখকমন্ডলী - যাদের উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ লেখার সবটুকু না থাকলেও বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের এতটুকু ক্ষতি হবেনা আর থাকলেও সামান্য লাভ হবেনা - যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা লিখেন আর রাজাকারদের মেয়ের বিয়েতে উপটোকন পাঠিয়ে ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই ঠিক রাখে - সেখানে ডঃ আজাদ স্বাভাবিকভাবেই পুরস্কৃত না হয়ে হচ্ছেন দণ্ডিত, চাপাতিক্রান্ত, শাসক আর সুবিধাবাদী নষ্টভ্রষ্টদুষ্টদের ছুরিকা চাপাতি বোমা বন্দুকের নলের প্রধান শিকার। কোন কোন লেখক তাঁকে পাগল উপাধি দেয়। সমাজের অধিকাংশই যেখানে আবল তাবোল বকছে, নিজেদের মর্যাদা ভুলে শক্তিমানদের পক্ষে স্লোগানে সরব থাকছে, শাসক বা প্রাক্তন শাসকদলের স্তুতি বা বাধা বুলি আবৃত্তি করছে মন্ত্রের মতো, তাদের কাছে সমাজবহিরস্থিত ডঃ আজাদকে যে পাগলই লাগবে। এই বাঙলায় পুরস্কৃত হতে হলে যে পরিমাণ আত্মশ্রদ্ধাবোধ বিবর্জিত হতে হয় তার সামান্যতম অংশও সুখকররূপে ডঃ আজাদের মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে না।

আমরা বাঙালী মুসলমান বেশ আগে থেকেই রহস্যের জালে আমাদের নিজেদেরকে উদ্ধারহীনভাবে জড়িয়ে ফেলেছি, আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশটি যেনো কুসংস্কারের স্তপের ভাগাড়; প্রথাগত বিশ্বাস বহুদিনধরে জমতে জমতে পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠেছে আমাদের মনোভূমে। যে কয়টি অনির্বান অগ্নিশিখা আমাদের এ-প্রথার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের গুহায় বিরামহীন আলোকধারা ঢেলে রহস্যমুক্ত সত্য উন্মোচন করতে চেয়েছে; মুক্ত ক'রতে চেয়েছেন আমাদেরকে বেধে ফেলা সমস্তশেকল থেকে হুমায়ূন আজাদ তাদের

মধ্যে অন্যতম। কোন মাননীয়কেই তিনি বিনাবিবেচনায় শিরোধার্য করে নেননি। ভুল বিশ্বাসের প্রায় প্রতিটি দুর্গে তিনি চরম আঘাত হেনেছেন। যাঁর যতটুকু সম্মান আর ঘৃণা প্রাপ্ত তিনি তাঁকে ঠিক ততটুকুই দিচ্ছেন; সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত রসায়ন থেকে তাঁর গভীর বিবেচনাবোধের ছাকনিতে তিনি অনায়াসেই সত্যটুকু বের করে আনতে পেরেছেন। নির্মোহ সত্য উদঘাটনের অবিরাম প্রচেষ্টায় তিনি এক নিরলশ পথিক।

ভাষা বিজ্ঞানের ওপর লেখা তাঁর গ্রন্থমালা বহন করছে জ্ঞানের এই এলাকায় তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর অঘাত পাণ্ডিত্যের স্মারক। তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধ গুচ্ছ একরাশ আলোর ঝলক। উপন্যাসে তিনিই সমকালীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রথম উপন্যাস ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল আধার - আধেয়ের দিক থেকে অভিনব এবং অসাধারণ। বাংলা উপন্যাসে এটি একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। সস্তা আবেগের আবেশে ঘুম পাড়াতে চাননি তিনি পাঠকদের; মুখোমুখি দাড়া করিয়েছেন নির্জলা সত্যের যা নিয়ে লেখার সাহস এর আগে কেউ দেখাতে পারেনি। কবিতায় সামসুর রহমানের পরেই তাঁর নামটি আসে। **চলবে---**